ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রলীগের স্থগিত কমিটির সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভা ও সাধারণ সম্পাদক রাজিয়া সুলতানাসহ আটজনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন একই কমিটির সহসভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌস। গতকাল ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি মামলাটি দায়ের করেন।

advertisement 3

আদালতের বিচারক সৈয়দ মোস্তফা রেজা নূর শুনানি শেষে মামলার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করতে লালবাগ থানাপুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার অপর আসামিরা হলেন- নুঝাত ফারিয়া রোকসানা, মিম ইসলাম, নূর জাহান, ঋতু

advertisement 4

আক্তার, আনিকা তাবাসুম স্বর্ণা ও কামরুন নাহার জ্যোতি।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে ইডেন ছাত্রলীগের সভাপতি রিভা ও সাধারণ সম্পাদক রাজিয়া সুলতানার নির্দেশে রাত ১০টার সময় আসামি আনিকা তাবাসুম স্বর্ণাসহ অজ্ঞাত তিন-চারজন দেশীয় অস্ত্রসহ বাদী জান্নাতুল ফেরদৌসের রুমে অনাধিকার প্রবেশ করে। তারা অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে জান্নাতুল ফেরদৌসকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু ওই সময় জান্নাতুলকে না পেয়ে তার আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং তার ওয়ারড্রপে থাকা চিকিৎসার ২০ হাজার টাকা ও ব্যবহৃত ল্যাপটপ (মূল্য ৩৪ হাজার টাকা) চুরি করে নিয়ে যায়। রুমে বাকিদের জীবননাশের হুমকি দেয়।

খবর পেয়ে জান্নাতুল রুমে আসার পথে আয়শা হলের সামনে রিভা-রাজিয়াসহ আট আসামি তাকে ঘিরে ধরে। তারপর চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনেহিচড়ে ২ নম্বর গেটের গেস্ট রুমের পাশে নিয়ে যায়। এরপর সাংবাদিকের কাছে আসামিদের কুকর্মের কথা বলার কারণ জিজ্ঞাসা করে তাকে গালিগালাজসহ এলোপাতাড়ি কিলঘুষি লাথি মেরে তাকে রক্তাক্ত জখম করা হয়। রিভা তার হাতে থাকা হকিস্টিক দিয়ে তাকে আঘাত করে। আর রাজিয়াসহ বাকি আসামিরা তার ওড়না খুলে নিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গলায় পেঁচিয়ে দুদিক থেকে টান দেয়। জান্নাতুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে মৃত ভেবে আসামিরা তাকে ছেড়ে যায়। পরে তার হাত থেকে ২০ হাজার টাকার রিয়েলমি ৭ প্রো, গলায় থাকা ৩৫ হাজার টাকার স্বর্ণের চেনসহ তার বোনের কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকার রেডমি নোট ৭ ফোন নিয়ে নেয়। খবর পেয়ে হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা জান্নাতুল ফেরদৌসকে উদ্ধার করেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে ক্যাম্পাস না ছাড়লে তার জীবনে শেষ করে দেবে বলে তারা হুমকি প্রদান করে।

1
Shares